তারিখ 29 APR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সংবাদ

শিক্ষক হত্যা

ফের আন্দোলনে রাবি শিক্ষক সমিতি

প্রতিনিধি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৭ দিনের আল্টিমেটাম দিয়ে কর্মসূচি দিলেও পরে তা তুলে নিয়ে আন্দোলনে ফিরেছে রাবি শিক্ষক সমিতি। গতকাল বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে রাবি শিক্ষক সমিতি। এদিকে শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে বিচারের দাবিতে ষষ্ঠ দিনে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে শিক্ষার্থীরা। সকাল ৯টা থেকে আন্তর্জাতিক ফের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ফের : আন্দোলনে

(১ম পৃষ্ঠার পর).

সম্পর্ক বিভাগ, সংগীত বিভাগ, ইংরেজি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ, র‍্যালিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে। প্রতিবাদ সমাবেশে রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. শহীদুল্লাহ্ বলেন, 'আমরা একটি আল্টিমেটাম দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু রেজাউল করিম হত্যায় আজ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীসহ গোটা দেশ উত্তাল। সেখানে আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারিনি। তাই জরুরি সভা ডেকে আন্দোলনে নেমেছি । খুনিদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।' ড. মো. শহীদুল্লাহ্ আরও বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়ে বলব, রেজাউল করিমের মেয়ে শতভীর কান্না শুনেন, স্ত্রী-ছেলের কান্না শুনেন। বোঝার চেষ্টা করেন, তারা কেমন আছে। আপনি হয়তো বিষয়টি আরও ভালো বুঝবেন, নৃশংসভাবে পরিবারকে হারানোর কষ্ট কতোটা ভয়াবহ।' মানববন্ধনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. মোজাম্মেল হোসেন বকুল বলেন, 'পুলিশ, গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কয়েকটা বিষয়কে ধরে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোন কূলকিনারায় পৌঁছতে পারেনি। এর আগেও আমরা শিক্ষককে হারিয়েছি তারও কোন কূলকিনারা পাইনি। পুলিশ বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই পুলিশ প্রশাসনকে বলতে চাই, আপনারা যদি না পারেন তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন।' ভাষা বিভাগের শিক্ষক ড. বিথীকা বণিক বলেন, 'আমরা একের পর এক শিক্ষককে হারাচ্ছি। কিন্তু কোনোটারই সুরাহা হচ্ছে না। আমাদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা জানি না, কর্মজীবন শেষ করে অবসরে যেতে পারব কিনা, নাকি তার আগেই চাপাতির আঘাতে শেষ হয়ে যাব। আমরা জীবনের নিশ্চয়তা চাই। আর যদি নাই পাই তাহলে শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কী লাভ! তাই প্রশাসনকে বলছি, সজাগ হোন। নাহলে-এই করছি, সেই করছি– এমন মায়াকান্না করে কোন লাভ নাই।'

প্রসঙ্গত, গত ২৩ এপ্রিল রাবি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে তার বাড়ির কাছে মহানগর শালবাগান এলাকায় কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। তারপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, বিচারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন করে আসছে।

রাবি শিক্ষক রেজাউল করিম হত্যায় তিন আসামির একজন ৪ দিনের রিমান্ড

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যা মামলার তিন আসামিকে সাত দিন করে রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে শিবির নেতা হাফিজুর রহমানের চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বাকি দুইজনের শুনানি হয়নি। রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ইফতে খায়ের আলম সাংবাদিকদের এটা নিশ্চিত করেছেন।

অন্য দুইজন হলেন রাজশাহীর বাগমারা দরগামাড়িয়া গ্রামের মসজিদের ইমাম রায়হান আলী ও মতিহার থানার ললিতাহার এলাকার যুবক খায়রুল ইসলাম। শিবির নেতা হাফিজুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষার্থী ও রাজশাহী মহানগরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি।

মুখপাত্র ইফতে খায়ের জানান, আটক তিনজনকে অধ্যাপক রেজাউল হত্যা মামলায় দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে গতকাল দুপুরে রাজশাহী মহানগর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১ এ হাজির করে পুলিশ। আদালতের বিচারক মোকসেদা আজগর আসামি হাফিজের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তবে অন্য দুই আসামির রিমান্ড শুনানি হয়নি।

অধ্যাপক এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের কণ্ঠ ~~বেড়েই চলেছে। প্রতিবাদী মিছিলে ক্যাম্পাস এখন প্রকম্পিত হচ্ছে।~~

ইত্যার ষষ্ঠ দিন গতকাল বেলা সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুল প্রতিবাদ ও সংহতি মঞ্চ থেকে মৌন মিছিল করা হয়। অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীর ডাক নামে বুধবার বিকেলে মুকুল মঞ্চ গঠন করে ইংরেজী বিভাগের শিক্ষার্থীরা। সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ইংরেজি বিভাগের এ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিনেট ভবনের সামনে যায়। সেখানে সমাবেশ শেষ করে তারা মুকুল মঞ্চের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়।

এর আগে সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ভবনের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধন শেষে তারা ইংরেজী বিভাগের মৌন মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও নাট্যকলা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফার্মেসি, নৃবিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগ এবং চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিছিল করে। বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে শিক্ষক সমিতি। তবে সেখানে শিক্ষকদের তেমন উপস্থিতি দেখা যায় নি। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। রাবি শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে প্রতিবাদী মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধন শেষে তারা হত্যার বিচার দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ্ কলা ভবনের সামনে ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে নগরীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাসার সামনে থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার নিহত শিক্ষকের ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তভার মহানগর ডিবি পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এ পর্যন্ত চারজনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে আটক মাদ্রসা শিক্ষক মনসুর আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। অপর তিনজনকে আজ আদালতে হাজির করা হয়।